সুদীর্ঘ তেষট্টি বৎসর ধরিয়া
সুনাম ও সততার
সঙ্গে
বিশেষত্ব বজায় রেখেছে
পণ্ডিত-প্রেস
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ
সকল প্রকার ছাপার কাজের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সম্ভব কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫২শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৬ই চৈত্র বুধবার, ১৩৭২ ইং 30th Mar 1966 { ৪৪শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, [illegible] ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুল [illegible] লাগবে না।
[illegible] এই কুকারটির [illegible] ব্যবহার [illegible] আপনাকে [illegible] দেবে।
• ধুলো, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

সাইকেল ও সাইকেল পার্টস এর
নির্ভরযোগ্য প্রাচীন প্রতিষ্ঠান
সুলভ ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী।

স্টুডেন্টস্ ফেভারিট
রঘুনাথগঞ্জ, (বাস ষ্ট্যাণ্ড) মুর্শিদাবাদ
★ পাঠাগার, স্কুল ও কলেজের সব রকমের বই, খেলার সরঞ্জাম, কাগজ পেন ইত্যাদি সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই চৈত্র বুধবার সন ১৩৭২ সাল।

মূষ-বৃদ্ধি না গজ-ক্ষয়

—০—

অতি প্রাচীনকালের গল্প আছে—এক গ্রামে বহু পণ্ডিতের বাস। কিন্তু সেই সব পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কখন শূকর দেখিবার সুযোগ পান নাই। দৈবক্রমে এক শূকর সেই গ্রামে উপস্থিত হওয়ায়, সমস্ত পণ্ডিত সেখানে সমবেত হইয়া তর্ক আরম্ভ করিলেন। এটা কি জানোয়ার! যাঁহারা প্রবীণ তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন—ইহা হইতেছে মূষ-বৃদ্ধি—মানে—মূষ অর্থাৎ ইন্দুর বাড়িতে বাড়িতে এইরূপ প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে। অনেকে সেই মতে মত দিলেন। আবার কেহ কেহ বলিলেন—তাহা নয়, ইহা হইতেছে গজক্ষয় অর্থাৎ হাতী ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে হইতে এই প্রাণীতে পরিণত হইয়াছে। এখন প্রবল তর্ক উপস্থিত হইল ইহা মূষ-বৃদ্ধি না গজ-ক্ষয়। অন্য দেশের একজন অভিজ্ঞ পণ্ডিত সকলের ভ্রম নিরাকরণ করিয়া তাঁহাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিলেন—ইহা ভগবানের তৃতীয় অবতার বরাহ অর্থাৎ শূকর।

সংবাদপত্রে এক সংবাদ বাহির হইয়াছিল—এক ধনী লোকের একটি সদ্যজাত শিশু বক্ষে কি না জানি রোগ লইয়া জন্মগ্রহণ করিল—কলিকাতা মহানগরীর বিখ্যাত বিখ্যাত ডাক্তারগণ কেহ বলে এ রোগ কেহ বলে উঁহু তা নয় অমুক রোগ। ডাক্তারগণের নাম কাগজে ছাপান হয় নাই, কারণ ছাপাইলে কাগজওয়ালাদের মানহানি রোগে হয়তো হানিমানের পদ্ধতিতে বহুদিন ঔষধ সেবন করিতে হইত। সেই ভয়ে কেহ তাঁহাদের নাম করে নাই।

জ্যামিতিতে যেমন ক, খ, গ, ঘ, ইত্যাদি নামকরণ করা হয়, তেমনি ঝ পর্য্যন্ত নাম করিয়া ডাক্তারদের পরিচয় দিতে হইয়াছে। শেষে এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞতম ডাক্তারের চিঠি লইয়া শিশুর পিতামাতা শিশুকে সুইজারল্যাণ্ড লইয়া গিয়া তাহার রোগ নির্ণয় করিবার পর অস্ত্রোপচার দ্বারা শিশুর আরোগ্যলাভান্তে দেশে ফিরিয়াছেন।

এতগুলি ডাক্তার ঠিক করিতেই পারিলেন না শিশুর রোগ কি? শিশুর পিতার অর্থ ছিল বলিয়া সে জীবনলাভ করিতে পারিল। নচেৎ পাশকরা, A হইতে Z পর্য্যন্ত উপাধি পাওয়া ডাক্তারগণ কবি দাশরথি রায় মহাশয়ের হাতুড়ের ছড়ার জলন্ত নিদর্শন বলিলে বেশী বলা হয় না। ছড়াটি—

খুন ক'রে পড়ে না ধরা, সেই সাহসে ব্যবসা করা, কি পথ দিয়াছেন জগৎপতি। হাতুড়ে বলে ধ'রে হাত, এ যে ঘোর সন্নিপাত, যার নাড়ীতে বায়ু বৃদ্ধি অতি।

হাতুড়ের সব এক রীত, এক ঔষধে দীক্ষিত, হলাহল, গোদন্তী আর পারা। ধর্ম্ম ভয় নাই চিত্তে, ব্যাধের মত জীব হত্যে, করতে কেবল ফিরেন পাড়া পাড়া।

হাতুড়ের হাতে এড়ান নাই, যমদূতের বৈমাত্র ভাই, ত্রিপুষ্করার পতি হন হাতুড়ে: তবে দৈবে কেহ বাঁচেন যদি, সে পরমায়ু পরমৌষধি, বিষ খেয়ে অমৃত গুণ ধরে।

কবি রজনীকান্তও বলিয়া গিয়াছেন—

"তোমার ছেলে অক্কা পেলে
আমার কি আর তাতে।
ঔষধের বিল দেখবে রোজই
সন্ধ্যা এবং প্রাতে।
(তা) যতই মাথা ঠোকো আর
দিব না বলেই রোকো—
বিলটা ভীমরুল মাফিক ধরবে
তেড়ে জ্বলে বা গর্ত্তে ঢোকো,
(তা) হও না কেন কিসমৎ মোড়ল,
হও না এডমিরাল টোগো।
রোগটা বুঝিই বা না বুঝি,
কিন্তু দর্শনী ট্যাঁকে গুজি,
ষ্টেথিস্‌কোপ আর থারমোমিটার
মোদ্দের প্রধান পুঁজি।"

শিশুর পিতা ধনী, তাই সুইজারল্যাণ্ড পর্য্যন্ত ধাওয়া করতে পেরেছেন, নইলে গরীবের পক্ষে মরণ মুখস্থ করা ছাড়া উপায় নাই।

চিনির দাম বাড়ল

চিনির দাম কিলো প্রতি দশ পয়সা বাড়ল। চিনির অন্তঃশুল্ক বাড়ার ফলেই এই ব্যবস্থা। সরকার এক প্রেসনোটে জানাচ্ছেন, যে ধরণের চিনি এখন ১·৩২ টাকা কিলো বিক্রী হচ্ছে, সে চিনি ১·৪২ টাকা দরে বিক্রী হবে। বর্ধিত হারে অন্তঃশুল্ক দেওয়ার পর নতুন চিনি দোকানে আসার সঙ্গে সঙ্গে এই দাম চালু হবে। ২৯শে মার্চ্চ থেকে রেশনের দোকানে নতুন চিনি বিক্রয় করা হবে বলে আশা করা যায়।

উদ্বাস্তু ছাত্রের জন্য কেন্দ্রের অর্থ সাহায্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ সপ্তাহে পূর্ব্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তু ছাত্রদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে ১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা আর্থিক মঞ্জুরী পেয়েছেন। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে যাতে বেশী সংখ্যক উদ্বাস্তু ছাত্রের পড়াশুনার ব্যবস্থা হতে পারে, সেজন্য রাজ্য সরকার গত দু' বছরে বিভিন্ন পরিকল্পনা পাঠিয়েছিলেন। মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওই সব প্রস্তাব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নিদর্শনাদি মাত্র গত সোমবার রাজ্য সরকারের নিকট এসে পৌছেছে।

রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ অবিলম্বে ২৩৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে ৩৫ লক্ষ টাকা দেবার সিদ্ধান্ত করেছেন। এ টাকা প্রধানতঃ বিদ্যালয় সম্প্রসারণের কাজে ব্যয়িত হবে। শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ব্যয় করা হচ্ছে ২৬ লক্ষ টাকা। আগামী আর্থিক বছরে অধিকাংশ টাকা ব্যয় করা হবে বলে ঠিক হয়েছে।

মোটা মানুষের অসুবিধা

ট্রেণে চলাফেরা করিতে গিয়া মোটা-সোটা মানুষদের যে কী ফ্যাসাদে পড়িতে হয়, লোকসভায় সদস্য শ্রীবড়ে তাহার বড়ই করুণ একটি বর্ণনা দিয়াছেন। রেল বাজেট সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে উঠিয়া তিনি বলেন, ট্রেণের কামরার দরজা এতই সরু যে, ভিতরে ঢুকিতে গিয়া মোটা মানুষদের দম বাহির হইয়া যায়। ভিতরে ঢুকিয়াও তাঁহারা স্বস্তি পান না, কেননা, কামরার ভিতরটাও খোলা-মেলা নয়। ভিড়ের সময় হয় আরও মুশকিল; মালবাহকরা যত সহজে জানালা গলাইয়া সরু মানুষকে ভিতরে ঢুকাইয়া দিতে পারে, তত সহজে মোটা মানুষদের ভিতরে ঢুকাইতে পারে না।

বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে দুই ভাইয়ের জীবনান্ত

মঙ্গলবার রাত্রে ব্যারাকপুর শান্তিবাজারে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে দুই ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। এঁরা দুই ভাই—ব্রিজমোহন যশোয়ারা (৩২) ও হরবিলাস যশোয়ারা (২৮)। পোরট ব্লেয়ার লেনে এক বিদ্যুৎ-সঞ্চালিত লাইট-পোষ্টের সংস্পর্শে আসাতেই এ দুর্ঘটনা। পোষ্টটি রাজ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ দপ্তরের।

শহরতলির দশটি ষ্টেশনে 'রিটারন টিকিট'

জনসাধারণের সুবিধার জন্য পূর্ব কর্তৃপক্ষ শিয়ালদহ ষ্টেশন ও এই শাখায় শহরতলির দশটি কর্মচঞ্চল ষ্টেশনের মধ্যে 'রিটারন' টিকিটের ব্যবস্থা করেছেন। এই দশটি ষ্টেশন: দমদম জংসন, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, বিরাটি, বালিগঞ্জ, যাদবপুর, ঢাকুরিয়া, বজবজ, সোদপুর, বেলঘরিয়া এবং কৃষ্ণনগর সিটি। রাণাঘাট ও কৃষ্ণনগর সিটি ষ্টেশনের মধ্যেও এই 'রিটারন' টিকিটের ব্যবস্থা হয়েছে। যাত্রীসাধারণ যেদিন এই 'রিটারন' টিকিট কাটবেন সেদিন মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সেই টিকিট ব্যবহার করা যাবে।

প্রাপ্ত

অনশনের জন্য দায়ী কে?

জঙ্গিপুর পৌর প্রাথমিক শিক্ষকগণ এক বৎসর (১৯৬৫-৬৬) হইতে সরকারী মহার্ঘ ভাতা আজও পান নাই। সুদীর্ঘ চেষ্টার পরও পৌর কর্তৃপক্ষ শিক্ষক প্রতিনিধিগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। নির্যাতনমূলক শিক্ষক বদলী করিয়াছেন এবং শিক্ষকগণকে উপেক্ষা করিয়া ১৯৬৫ সালের বুকলিষ্ট করিয়াছেন। উপরন্তু জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যাল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক শ্রীঅমরনাথ রায়কে—false and incorrect statement, it is your personal opinion outside the resolution of the meeting, explain why you will not be suspended প্রভৃতি অসম্মান-জনক বাক্য প্রয়োগ করিয়া ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিতে চাই—মাননীয় পৌরপতি মহাশয় কি এই ধরণের অপমানজনক পত্র দেওয়ার পূর্ব্বে পৌর শিক্ষা বোর্ডের সেক্রেটারী মহাশয় ছাড়া অন্যান্য সভ্যগণের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন? ঐ অপমানজনক চিঠির জন্যই সমিতির নির্ব্বাচন জরুরী সভা ডাকিয়া স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। পৌরশিক্ষা বোর্ডের সেক্রেটারী মহাশয় কি দীর্ঘদিন হইতে শ্রীঅমরনাথ রায়কে শিক্ষকতা হইতে বরখাস্ত করিবার জন্য এবং সমিতির সম্পাদক পদ হইতে অপসারিত করিবার সর্ব্বপ্রকার কূট-নৈতিক প্রচেষ্টা চালাইতেছেন না? আগামী ২৭শে এপ্রিল, ১৯৬৬ হইতে পৌর প্রাথমিক শিক্ষকগণ জঙ্গিপুর পৌর সভা প্রাঙ্গণে অনশনে অবস্থান করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। এই অনশনের জন্য দায়ী কে—সরকার না পৌর কর্তৃপক্ষ?

ট্যাক্সিওয়ালার সততা

ব্রহ্মনাথ দত্ত নামে এক ব্যক্তি গত ১৬ই মার্চ্চ ট্যাক্সিতে হাওড়া থেকে আসবার সময় কিছু মূল্যবান জিনিস হারান। পরদিন ট্যাক্সিচালক শ্রীদত্তের বাড়ীতে এসে হারানো জিনিস ফেরত দিয়ে যান। ট্যাক্সির নং ডবলু বি টি ৩০৬৭।

টেণ্ডার নোটিশ

এতদ্দ্বারা বিড়ি সরবরাহকারী ঠিকাদারগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামী ১৩৭৩ সালের ১লা বৈশাখ হইতে এক বৎসরের জন্য বিড়ি সরবরাহ করার জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। বিড়ি সরবরাহ করিতে ইচ্ছুক ঠিকাদারগণ ১৩৭২ সালের ৩১শে চৈত্রের মধ্যে শীল্ড টেণ্ডার অরঙ্গাবাদ বিড়ি ব্যবসায়ীগণের নিকট পৃথকভাবে দাখিল করিবেন।

আহ্বায়ক—অরঙ্গাবাদ বিড়ি
মার্চ্চেন্টস্ এসোসিয়েসনের পক্ষে
সেক্রেটারী শ্রীনারায়ণচন্দ্র সাহা

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১১ই এপ্রিল, ১৯৬৬

১৯৬৩ সালের ডিক্রীজারী

৪৪ মনি ডিঃ এজাবত সেখ দিং দেং সের আলি সেখ দিং দাবি ১১০·৩৯ পয়সা থানা সুতি মৌজে হিলোড়া ৬৭ শতকের কাত ৫৲ তন্মধ্যে দেন্দারের এক তৃতীয়াংশে ২২ শতক আঃ ৫০৲ খং ১৭৮০ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

১৯৬৫ সালের ডিক্রীজারী

২৯ মনি ডিঃ হেমবরণ চক্রবর্ত্তী দেং চণ্ডীচরণ মণ্ডল দাব ১২৭·৫৪ পয়সা থানা সাগরদীঘি মৌজে বড়গড়া মধ্যে ৩৭ শতক জমি খং ৪২২

নির্বাচনে পরিবার পরিকল্পনা

৩টির বেশী সন্তান থাকলে আইন সভায় নির্বাচন-প্রার্থী কোন কংগ্রেসীকে যেন টিকিট না দেওয়া হয়। বাজেট বিতর্ককালে ডাঃ অনুপ সিং (কং) এই প্রস্তাবটি রেখেছেন। তিনি বলেন, পরিবার পরিকল্পনাকে সফল করতে হলে আগে উপরতলায় নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালন করতে হবে। ডাঃ সিং আরও প্রস্তাব করেছেন, কোন সরকারী কর্মচারী পরিবার পরিকল্পনার অনুশাসন না মানলে তাঁকে যেন প্রমোশন থেকে বঞ্চিত করা হয়।

তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, লোকসংখ্যার সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর হয়ে পড়া সত্ত্বেও তা রোধের জন্য সরকার তেমন কিছুই করছেন না।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি. কে, সেনের

আমলা কেশ

সি. কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

ভারতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/০, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

দাস ঘর

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

সকল প্রকার সাইন-বোর্ড লেখা হয়

আর. পি. ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য

আর. পি. ওয়াচ কোং র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ·৬ নঃ পঃ।

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।